সাহাবীদের ঈমানদীপ্ত জীবনী

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে জাহাশ রা:

____

সম্মানিত উপস্থিতি।।

আজকে আমরা বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর জীবনী সম্পর্কে সামান্য কিছু আলোচনা করব। ইনশাআল্লাহ্!

এই মহান সাহাবী, জীবনী সম্পর্কে আজকে আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি, তিনি হচ্ছেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লা-এর একজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় এবং তার আস্থাবাজন ব্যক্তিত্ব। একেবারে সূচনাকালে ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্যতম। তিনি ছিলেন প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ফুফুর পুত্র, ফুফাতো ভাই। কারণ তার মা আব্দুল মুত্তালিবের কন্যা উমাইমা ছিলেন নবীজির ফুফু। রাসূল সাঃ এর সাথে তার ঘনিষ্ঠতার আরো একটি ছিল বিরল দিক। সেটা এই যে, তার বোন জয়নাব জাহাশ ছিলেন প্রিয় নবীর স্ত্রী এবং উম্মুল মু'মিনীনদের একজন। তিনি হচ্ছেন সেই মহান ব্যক্তি, যার হাতে সর্বপ্রথম ইসলামের পতাকা তুলে দেয়া হয়েছিল।

তিনি হচ্ছেন আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ আল-আসাদী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু।।রসূল সাঃ দারুল আলকামে ইসলাম গ্রহণকারীদের শিক্ষা ও কার্যক্রম শুরু করার পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেন আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু। সুতরাং তিনি একেবারে সূচনায় ইসলাম কবূলকারীদের অন্যতম। নবীজি যখন তার সাহাবীদের কুরাইশদের নির্যাতন থেকে আত্মরক্ষা এবং নিজেদের দ্বীনকে হেফাজতের উদ্দেশ্যে মদিনায় হিজরতের অনুমতি দিলেন সেই সময় আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ছিলেন দ্বিতীয় হিজরতকারী। তবে আল্লাহর জন্য স্বদেশ, স্বজনের বিচ্ছেদ সহ্য করা, আল্লাহর পথে এসবের মায়া ত্যাগ করা আব্দুল্লাহ্ ইবনে জাহাশের জন্য নতুন কিছু ছিল না। কারণ তিনি ইতিপূর্বেই আত্মীয়-স্বজনসহ হাফসায় হিজরত করেছিলেন। কিন্তু তার এবারের হিজরত ছিল ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গ। মদিনায় হিজরতের সময় তার সঙ্গে হিজরত করেছিলেন ছেলে-মেয়ে, ভাই-বোন, শিশু-কিশোর, তরুণ-তরুণী, ছোট-বড়, নারী-পুরুষ, স্ত্রী, পরিজনসহ সকল আত্মীয়-স্বজন। তার গোটা পরিবারটিই ছিল ইসলামের পরিবার। তার বংশটি ছিল ঈমানী বংশ। তারা যখন বেরিয়ে পড়লেন মক্কা ছেড়ে, তাদের এই দীর্ঘ আবাসের ঘর-বাড়িগুলো হয়ে পড়ল জনমানবহীন, বিরাম,বিষন্ন। এই জনমানবহীন ফাঁকা ঘরবাড়িগুলো দেখে মনে হচ্ছিল এখানে কখনো কেউ বসবাস করেননি। কখনো কোনদিন সন্ধ্যাও রাতে এখানে কোনো আড্ডা জমেনি। যেন এখানে রাতের খোশ আলাপে কখনো কারো ভোর হয়নি।আব্দুল্লাহ ও তার সঙ্গীরা মক্কা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পরপরই আবূ জাহেল ও উদবা ইবনে রবিয়ার নেতৃত্বে রাইস এর প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গ মক্কার বিভিন্ন মহল্লায় অনুসন্ধানে বের হলো। তারা হিসেব করে দেখছিল, মক্কা ছেড়ে মুসলিমদের মধ্য থেকে কারা মদিনায় চলে গেছে আর কারা মক্কায় রয়ে গেছে। উদবা দেখল জাহাশ পরিবারের ঘর বাড়ি গুলোর উপর দিয়ে মরুর

দমকা হাওয়া দৌড়ে চলেছে এদিক থেকে ওদিক। তারই ঝাপটায় ঘর-বাড়ির জানালা-দরজাগুলো একটি অন্যটির সঙ্গে বাড়ি খেয়ে হৃদয়বিদারক আওয়াজ তুলছে।এ অবস্থা দেখে উদবা বলে উঠলো, "জাহাশ পরিবারের ঘরবাড়িগুলো যেন মালিকের বিচ্ছেদে বিলাপ করে কাঁদছে।" একথা শুনে আবু জাহল বলল, "এরা আজ কোথায় হারিয়ে গেল? ঘর-বাড়ি গুলো তাদের বিচ্ছেদে কেঁদে মরছে!"

আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশের বাড়িটি দখল করে নিল আবু জাহল। কারণ পরিত্যক্ত বাড়ি গুলোর মধ্যে সেটিই ছিল সবচেয়ে উত্তম। চমৎকার সব আসবাবপত্রে ঠাসা এবং দামি ও মনোরম সরঞ্জামের কারণে সবচেয়ে সুন্দর। যার লোভ সামলানো তার পক্ষে সম্ভব হলো না। অতএব সে এ বাড়ি দখল করে এতে হস্তক্ষেপ শুরু করে দিল। মদিনায় আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ যখন শুনলেন মক্কায় তার বাড়িটি আবু জাহল দখল করে নিয়েছে, তখন তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হৃদয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সংবাদটি শোনালেন। প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন,"আলা তারদা ইয়া আব্দাল্লাহ আ'ই ইয়াতিকাল্লাহা বিহাদারন ফি জান্নাহ "আব্দুল্লাহ তুমি কে তা সন্তুষ্ট নয় যে, ওই বাড়িটির বিনিময়ে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে দান করবেন জান্নাতের মধ্যে একটি বিশেষ বাড়ি?"

তিনি বললেন, "কেন নয় ইয়া রাসূলুল্লাহ? আমি তো সেটা অবশ্যই পছন্দ করব।"

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,"ঠিক আছে, তাহলে তোমার জন্য তাই হবে।"

আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ খুশি হলেন এবং তার হৃদয় প্রশান্তিতে ভরে উঠলো।আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু প্রথমবার হাফসায় হিজরত এবং দ্বিতীয়বার মদিনায় হিজরতের চরম কষ্ট ও ক্লান্তির পর মাত্র একটু স্থির হতে গিয়েছিলেন, কোরাইশী জালিমদের হাতে চরম নির্যাতন ভোগ করার পর আনসারীদের চূড়ান্ত সহযোগিতায় মাত্রই তিনি সুখ ও স্বস্তির কিছুটা পরশ পেতে গিয়েছিলেন, কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছায় এরই মধ্যে তিনি মুখোমুখি হলেন জীবনের সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষায়। ইসলাম গ্রহণের পর সবচেয়ে কঠিন ও বিপজ্জনক তিক্ততার মধ্যে পড়তে হলো তাকে। চলুন প্রিয় সুধী পাঠক , তার সেই তিক্ত ও কঠিন অভিজ্ঞতার কাহিনী শুনি।রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের প্রথম সামরিক কার্যক্রম পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে আটজন সাহাবীকে দিয়ে একটি ছোট দল গঠন করলেন। সেই ছোট দলটিতে শামিল রাখলেন আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ এবং সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা:) কে। ছোট্ট এই দলটি গঠনের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "আমি এমন একজনকে তোমাদের আমীর ও দলপতি মনোনীত কোরবো, যিনি নিজের কর্তব্যে সবচেয়ে বেশি অবিচল। ক্ষুধা ও পিপাসায় সবচেয়ে বেশি ধৈর্যশীল। "

এরপর তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশের হাতে পতাকা তুলে দিয়ে তাকে বানিয়ে দিলেন আমিরুল জাইশ। তিনিই হলেন প্রথম আমির। যাকে একদল মুমিনের নেতৃত্বের ভার দিলেন খোদ রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।রাসূল সাঃ পথ ও গন্তব্য সম্পর্কের দিক

নির্দেশনা দেওয়ার পর আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশের হাতে অর্পণ করলেন একটি চিঠি। এই চিঠি সম্পর্কে নির্দেশ দিয়ে বললেন,"দুই দিন পথ চলার পরেই কেবল এই চিঠিটি খুলে পড়বে।"

দলটিকে সঙ্গে নিয়ে দুই দিন বিরামহীন পথ চলার পর আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ নবীজির চিঠিটি খুললেন। দেখলেন, সেখানে তাঁর নির্দেশ রয়েছে,,,"আমার এই চিঠি যখন পড়বে তখন আরো সামনে চলতে থাকবে। মক্কা এবং তায়েফের মধ্যবর্তী নাখলায় গিয়ে থামবে। সে দিক দিয়ে কোরাইশের লোকজনদের গতিবিধির উপর তীক্ষ্ম নজর রাখবে এবং আমার কাছে প্রতিটি তথ্য সরবরাহ করবে।"চিঠি শেষ করার পর আব্দুল্লাহ বললেন,আল্লাহর নবীর আদেশ শিরধার্য। এরপর সঙ্গীদের লক্ষ্য করে বললেন,রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে নাখলায় যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন এবং সেখানে গিয়ে কুরাইশদের গতিবিধির উপর তীক্ষ্ণ নজর রেখে তাকে তথ্য সরবরাহ করতে বলেছেন।এই চরম ঝুঁকিপূর্ণ কাজে তোমাদের কাউকে আমার সঙ্গে যাওয়ার জন্য বাধ্য করতে স্পষ্ট নিষেধ করে দিয়েছেন। সুতরাং যে শাহাদাতের প্রত্যাশি হয়ে ঝুকিপূর্ণ কাজে যেতে আগ্রহী সে যেন আমার সঙ্গী হয়।আর যে অনাগ্রহী সে ফিরে যেতে পারে।এতে তাকে কোনোরূপ তিরস্কার করা হবে না।এই কথার প্রতিক্রিয়ায় সকল সঙ্গী একসঙ্গে বলে উঠলেন,আল্লাহর রাসূলের নির্দেশের সামনে আমাদের আনুগত্যের মাথা অবনমিত। নিশ্চয়ই আমরা আপনার সঙ্গে সেখানে যাবো আল্লাহর নবী যেখানে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এরপর সকলেই নাখলার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন।সেখানে পৌঁছার পর পথে পথে ঘুরে ঘুরে কুরাইশদের সংবাদ সংগ্রহে

নেমে পড়লেন।দায়িত্ব পালন করতে করতে তারা বহুদূর দেখতে পেলেন একটি কুরাইশি কাফেলা।যাদের মধ্যে শামিল ছিলো চারজন ব্যক্তি। আমর ইবনে হাদরামী,হাকাম ইবনে কায়সান,উসমান ইবনে আব্দিল্লাহ,এবং তার ভাই মুগীরা। এদের সঙ্গে ছিলো চামড়া, কিসমিস এবং কুরাইশের অন্যান্য ব্যবসায়ীক পণ্য,যেসব পণ্যের ব্যবসায় তারা মক্কায় করতো।সাহাবায়ে কেরাম এই বাণিজ্য কাফেলার ব্যাপারে পরামর্শ করলেন কি করা যায়। কারণ ওই দিনটি ছিলো যুদ্ধ নিষিদ্ধকরণ মাসেগুলোর শেষ দিন।তারা বলাবলি করলেন যে আজ যদি আমরা তাদের উপর হামলা করি তাহলে সেটা হবে নিষিদ্ধ মাসের হামলা। আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ হবে,যে আমরা নিষিদ্ধ ও পবিত্র মাসের মর্যাদা ভূলন্ঠিত করেছি এবং আরব সমাজে আমাদের বিরুদ্ধে ছিঃ ছিঃ পড়ে যাবে।আর যদি আমরা আজকের দিনটি পেরিয়ে যাওয়ার অপেক্ষা করতে থাকি ততক্ষণে ওরা পৌঁছে যাবে হারামের পবিত্র সীমানায়। যেখানে আমরা তাদের বিরুদ্ধে কোনো আক্রমণ চালাতে পারবো না।তারা হয়ে যাবে নিরাপদ। দীর্ঘ পরামর্শ করে তারা হামলা করার ব্যাপারে একমত হলেন এবং সিদ্ধান্ত মোতাবেক আক্রমণ করে একজনকে হত্যা করলেন,দুজনকে বন্দী করলেন,চতুর্থ ব্যক্তি ফাঁকি দিয়ে চলে যেতে সক্ষম হলো।মালামাল বোঝায়,উটের বহর গণীমত হিসেবে গৃহীত হলো। আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ ও তার সঙ্গীরা গণীমতের মালসহ বন্দী দুজনকে টানতে টানতে নিয়ে গেলেন মদিনায়। তারা যখন রাসূল সাঃ এর সামনে হাজির হলেন এবং তাকে তাদের কর্মকান্ড সম্পর্কে জানালেন।তখন নবীজি ভীষণ ক্ষুব্ধ হলেন,অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে বললেন,আল্লাহর কসম!আমি তোমাদেরকে হামলা করার নির্দেশ দিই নি,আমি শুধু কুরাইশদের তথ্য সংগ্রহ করতে এবং তাদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণের নির্দেশ দিয়েছিলাম।বন্দী

দুজনের বিষয়টি ও মওকুফ রেখে দিলেন,কিছুই করলেন না।তাদের বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে ভাবতে থাকলেন।বাণিজ্য পণ্য সম্পর্কে ও কোনো সিদ্ধান্ত না দিয়ে সম্পূর্ণরূপে এড়িয়ে গেলেন,কোনো কিছু ছুয়ে ও দেখলেন না।

আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ ও তার সঙ্গীরা ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়লেন এবং নিশ্চিত হলেন যে রাসূলের নির্দেশের বিপরীতে কাজ করে তারা নিজেদের ধ্বংস ডেকে এনেছেন বিষয়টি তাদের জন্য আরও বেশি দূর্বিষহ হয়ে পড়লো। যখন অন্যান্য মুসলিম ভাইয়েরা তাদের তিরস্কার করতে লাগলো, পথে-ঘাটে যে তাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, তাদেরকে লক্ষ্য করে বলছিলো এরা আল্লাহর রাসূলের হুকুম অমান্য করেছে।তাদের এই দূর্বিষহ জীবনের কষ্ট আরও কয়েকগুণ বেড়ে গেলো যখন তারা জানতে পারলেন,কুরাইশের লোকেরা এই দুর্ঘটনাকে প্রিয় নবীর বিরুদ্ধে কাজে লাগানোর সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করছে।তারা গোটা আরবের মধ্যে অপপ্রচার করছে যে,মুহাম্মদ সাঃ হারাম ও নিষিদ্ধ মাসকে হালাল বানিয়ে নিয়েছে। এই মাসে সে মানুষকে হত্যা করেছে, ধন-সম্পদ লুট করেছে, আমাদের লোকজনকে বন্দী করেছে।আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ রাদিআল্লাহু আনহু ও তার সঙ্গীদের ভুলের ফলে প্রিয় নবী কতৃক তাদের তিরস্কার, মুহাজির আনসার সহ ভাইবোনদের মতো প্রিয় সাহাবীর উপেক্ষা,সর্বোপরি তাদেরই ভুলের অযুহাতে কুরাইশিদের অপপ্রচার, প্রাণের স্পন্দন প্রিয়নবীর কষ্ট পাওয়া তাদের জন্য যে কতখানি অন্তরজ্বালা ও মর্মবেদনার কারণ ছিলো তা একেবারে অবর্ণনীয়, অকল্পনীয়। এভাবে তাদের মর্মজ্বালা বাড়তে বাড়তে, বিপদের বোঝা ভারী হতে হতে একদিন তাদের সুদিন এলো।সুসংবাদকারী তাদের সংবাদ শুনালো যে, দয়াময় আল্লাহ তাদের কৃতকর্মে অসন্তুষ্ট নন।সন্তোষ প্রকাশ করে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি আয়াত নাজিল করেছেন। এবার তাদের আনন্দ ও খুশি দেখে কে?সাহাবায়ে কেরাম ছুটে আসতে থাকলেন তাদের কাছে আনন্দে মোয়া'নাকা ও গলায় গলা গলাতে থাকলেন,সুসংবাদ ও অভিনন্দন জানাতে থাকলেন আর তিলাওয়াত করতে থাকলেন কুরআনের সেই আয়াত যে আয়াত নাজিল হয়েছিল তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে

"يَسۡـَٔلُوۡنَکَ عَنِ الشَّہۡرِ الۡحَرَامِ قِتَالٍ فِیۡہِ ؕ قُلۡ قِتَالٌ فِیۡہِ کَبِیۡرٌ ؕ وَ صَدٌّ عَنۡ سَبِیۡلِ اللّٰہِ وَ کُفۡرٌۢ بِہٖ وَ الۡمَسۡجِدِ الۡحَرَامِ ٭ وَ اِخۡرَاجُ اَہۡلِہٖ مِنۡہُ اَکۡبَرُ عِنۡدَ اللّٰہِ ۚ وَ الۡفِتۡنَۃُ اَکۡبَرُ مِنَ الۡقَتۡلِ

তারা তোমাকে হারাম মাস সম্পর্কে, তাতে লড়াই করা বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে। বল, ‘তাতে লড়াই করা বড় পাপ; কিন্তু আল্লাহর পথে বাধা প্রদান, তাঁর সাথে কুফরী করা, মাসজিদুল হারাম থেকে বাধা দেয়া এবং তার অধিবাসীদেরকে তা থেকে বের করে দেয়া আল্লাহর নিকট অধিক বড় পাপ। আর ফিতনা হত্যার চেয়েও বড়’।

যখন এই পবিত্র আয়াত নাজিল হলো প্রিয়নবী ও ভীষণ খুশী হলেন, তার মন ভালো হয়ে গেলো।পণ্যসামগ্রী গ্রহণ করলেন, বন্দী দুজনকে মুক্তিপণ নিয়ে মুক্ত করে দিলেন।আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ ও তার সঙ্গীদের উপর ও সন্তুষ্ট হলেন।কেননা তাদের এই অভিযানের বিরাট অবদান রয়েছে মুসলিম জাতির জীবনে। ইসলামের ইতিহাসে সর্বপ্রথম গনীমত এই বাহিনী অর্জন করেন।সর্বপ্রথম শত্রু হত্যার গৌরব অর্জন করে এই বাহিনী। সর্বপ্রথম দুজন শত্রুকে

বন্দী করার গৌরব অর্জন করে এই বাহিনী ই।এই বাহিনীর পতাকাই রাসূলের মোবারক হাতে প্রতিষ্ঠিত সর্বপ্রথম পতাকা।এই বাহিনীর আমির আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ রাদিআল্লাহু আনহাকেই সর্বপ্রথম ভূষিত করা হয় আমিরুল মু'মিনীন।এরপর ঘটলো বদরের যুদ্ধ,যেখানে আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ তার ঈমানী জোশ ও আবেগের মিশ্রণে প্রদর্শন করেছিলেন বীরত্ব ও বাহাদুরির অপূর্ব দৃষ্টান্ত। এরপর এলো উহুদের যুদ্ধ, এই যুদ্ধে আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ ও তার সঙ্গী সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রাদিআল্লাহু আনহুর এমন এক কাহিনী রয়েছে যা কখনো ভুলা যায় না।আমরা এখন তাদেরই শরণাপন্ন হচ্ছি তার ও তার সঙ্গীর অপূর্ব সে কাহিনীটি শুনার জন্য।

সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন,"উহুদের যুদ্ধের দিন আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশের সঙ্গে আমার সাক্ষাত হলো।তিনি আমার কাছ থেকে প্রশ্ন করলেন, চলো আমরা দুজনে মিলে আল্লাহর দরবারে একটু প্রার্থনা করি। আমি খুশির সঙ্গে রাজি হয়ে গেলাম।এরপর একটি নিরিবিলি স্থানে দুজনে বসলাম। প্রথমে আমার প্রার্থনা আল্লাহর দরবারে তুলে ধরার জন্য আমি বলতে শুরু করলাম,হে আল্লাহ! যখন আমি শত্রু বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করতে যাবো, তখন আমাকে এমন এক শত্রুর মুখোমুখি করে দিও যে হবে সর্বাধিক শক্তিশালী এবং যার আক্রমণ হবে অত্যন্ত তীব্র। সর্বশক্তিতে আমি তার উপর হামলা করবো আর সে ও আমার উপর হামলা করবে। এক পর্যায়ে আমাকে প্রবল করে দিও তার উপর যেন আমি তাকে হত্যা করতে পারি, তার সকল অস্ত্রশস্ত্র ছিনিয়ে নিতে পারি। আমার এই দোয়ায় আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ আমীন বললেন।এরপর তিনি দোয়া করতে শুরু করলেন, হে আল্লাহ যুদ্ধের ময়দানে প্রতিপক্ষ হিসেবে আমাকে দিও এক ভয়াবহ যুদ্ধা যার আক্রমণ ক্ষমতা হবে অনেক তীব্র। আমি তোমার জন্য তার উপর আক্রমণ করবো, সে ও আমার উপর আক্রমণ করবে।অবশেষে সে আমাকে হত্যা করবে, এরপর সে আমার নাক কাটবে,কান কাটবে। কিয়ামতের ময়দানে যখন আমি তোমার সম্মুখে দাড়াবো, তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করবে, কেন তোমার নাক-কান কাটা হলো? আমি জবাব দিবো,হে আল্লাহ তোমার এবং তোমার রাসূলের ইজ্জত রক্ষার জন্য। তখন তুমি বলবে,ঠিক আছে।

সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন,"আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশের দু'আ ছিল আমার দু'আ চেয়ে অনেক উত্তম। যেদিন যুদ্ধ শেষ হয় সেদিন আমি দেখলাম তাকে হত্যা করা হয়েছে। তার নাক কান কাটা হয়েছে। তার কর্তিত নাক ও কান পাশের একটি গাছে সুতো দিয়ে ঝুলানো ছিল। আল্লাহ তায়ালা আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশের দু'আকে কবুল করেছেন। তাই তাকে দান করেছেন

শাহাদাতের বিরল মর্যাদা। যেমন শহীদী মৃত্যুর মর্যাদা দিয়েছেন তার মামা সাইয়্যেদুল শুহাদা হামযা ইবনে আব্দুল মুত্তালিবকে।রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের দুজনকে দাফন করলেন একই কবরের মধ্যে। রক্তমাখা ক্ষতবিক্ষত দেহে। আর তার দু'চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পরে কবরের মাটিকে ভিজিয়ে দিচ্ছিল। যে মাটি ছিল দুই শহীদের রক্তে পূর্বেই সিক্ত। আর শাহাদাতের সৌরভে সুরভিত।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! এতক্ষণ আমরা বিশিষ্ট সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর জীবনী নিয়ে সামান্য কিছু আলোচনা করলাম। আমরা তাঁর জীবনী থেকে অনেক কিছু শিখতে পারি। আমরা দেখেছি তিনি কিভাবে বীরত্তের সাথে রণাঙ্গনে লড়াই করেছেন। শাহাদাতের নেশায় এক ময়দান থেকে অন্য ময়দানে ছুটে বেড়িয়েছেন এবং জীবনের অন্তিম মুহূর্তে নিজের জন্য দোয়া করছেন,,,"হে আল্লাহ্! আগামীকাল শত্রুর মোকাবেলায় আমাকে শাহাদাতের মৃত্যু দিও এবং আমার শত্রু যেন শুধুমাত্র আমাকে হত্যা করেই ক্ষান্ত না হয়। সে যেন আমার নাক কাটে, কান কাটে, আমাকে ক্ষতবিক্ষত করে। আর আমি সেই ক্ষত বিক্ষত দেহ নিয়ে কাল কিয়ামতের ময়দানে তোমার সামনে উপস্থিত হই। তুমি যখন জিজ্ঞেস করবে, "তোমার এই অবস্থা কেন?" তখন আমি বলব, "হে আল্লাহ্! আমি তোমার দ্বীনের পতাকাকে সমুন্নত করার জন্য ক্ষতবিক্ষত হয়েছি। তোমার রসূলের ইজ্জত রক্ষার জন্যই আমি এভাবে রক্তাক্ত হয়েছি।"

সম্মানিত ভাইয়েরা! দেখতেই পাচ্ছেন আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু শাহাদাতের জন্য দোয়া করেছেন। ক্ষতবিক্ষত দেহ নিয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় তার রবের সামনে দাঁড়াবার আশা পোষণ করেছেন।

অথচ আমরা? আমরা তো হচ্ছি শান্তিপ্রিয় মানুষ। আমরা জিহাদকে ভালোবাসি না। আমরা শাহাদাতকে ভালবাসি না।আমরা রক্তাক্ত হওয়াকে ভালোবাসি না।

আমরা দোয়া করি, হে আল্লাহ্! আমাকে জুম্মার রাতে মৃত্যু দিও। আমাকে রমাদ্বান মাসে মৃত্যু দিও। আমাকে হজ্বের সফরে মৃত্যু দিও। আমাকে নামাজরত অবস্থায় মৃত্যু দিও। কিন্তু আমরা এই দোয়া করি না, "হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে শাহাদাতের মৃত্যু দিও। হে আল্লাহ তুমি আমাকে ক্ষত-বিক্ষত অবস্থায় কিয়ামতের মাঠে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ করে দিও।"

প্রিয় ভাইয়েরা! এটাই হচ্ছে সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুগণের দোয়া ও আমাদের দু'আর মাঝে পার্থক্য। পরিশেষে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে দোয়া করছি। আল্লাহ্ তা'আলা যেন আমাদেরকে আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু এর মত যুদ্ধের ময়দানে ক্ষত-বিক্ষত অবস্থায় শাহাদাতের মৃত্যু নসিব করেন। আর আমরা যাতে সেই ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত দেহ নিয়েই রোজ কিয়ামতের মাঠে আমাদের রবের সামনে দন্ডায়মান হতে পারি। আমিন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রব্বিল আ'লামিন।